জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN
A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka
UNIC Dhaka
Strong UN. Better World.
নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৫
November-December 2015
২৮তম বর্ষ, ১১তম ও ১২তম সংখ্যা
Volume-XXVIII, No. XI & XII

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ঐতিহাসিক প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষর

জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলা এবং একটি স্বল্পমাত্রার কার্বন, স্থিতিস্থাপক ও টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ ও বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতিসহ প্যারিসে ১৯৫টি দেশ আজ একটি ঐতিহাসিক চুক্তিতে সম্মত হয়েছে।

প্যারিস চুক্তি এই প্রথমবারের মতো সব দেশকে তাদের ঐতিহাসিক, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দায়িত্বের ভিত্তিতে একটি অভিন্ন উদ্দেশ্যে এক সারিতে নিয়ে এসেছে।

এই সর্বজনীন চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য হলো বর্তমান শতাব্দীতে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশ নিচে রাখা এবং প্রাক-শিল্পযুগে তাপমাত্রা যে পর্যায়ে ছিল বৃদ্ধির মাত্রা তার ওপরে; এমনকি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমিত করার প্রচেষ্টা চালানো।

পরিবর্তনশীল জলবায়ুর মারাত্মক অভিঘাতের বিরুদ্ধে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের সীমা উল্লেখযোগ্যভাবে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ একটি প্রতিরক্ষাব্যূহ।

তাছাড়া, চুক্তির উদ্দেশ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় সামর্থ্য বৃদ্ধি করা।

এসব উচ্চাভিলাষী ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যথোপযুক্ত আর্থিক প্রবাহের সংস্থান করা হবে। ফলে উন্নয়নশীল ও সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর পক্ষে তাদের নিজ নিজ জাতীয় উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জোরালো কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন সিওপি-২১-এর সভাপতি ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লরেন্ট ফ্যাবিউস বলেছেন, 'প্যারিস চুক্তির ফলে প্রত্যেক প্রতিনিধি ও রাষ্ট্র গ্রুপ মাথা উঁচু করে নিজ দেশে ফিরতে পারবে। আমাদের ব্যক্তিক প্রচেষ্টার সমষ্টির চেয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মূল্য অনেক বেশি। ইতিহাসের কাছে আমাদের দায়িত্ব অপরিমেয়।'

চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পর হর্ষোৎফুল্ল চূড়ান্ত অধিবেশন কক্ষে প্রতিনিধিবর্গের দণ্ডায়মান হওয়ার উপক্রমে ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখ আবেগে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওলাঁদ সমবেত প্রতিনিধিবর্গের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা একটি

উচ্চাভিলাষী, বাধ্যতাবাদকতামূলক এবং একটি সর্বজনীন চুক্তিতে উপনীত হয়েছেন। আর কোনো সম্মেলনে আমি এতো বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারবো না। আপনারা গর্বভরে আপনাদের ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনির সামনে দাঁড়াতে পারবেন।'

জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন বলেন, 'মানবজাতির সবচেয়ে জটিল সমস্যাগুলোর একটির ক্ষেত্রে আমরা বৈশ্বিক সহযোগিতার এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছি। এই প্রথমবারের মতো বিশ্বের প্রতিটি দেশ নির্গমন হ্রাস, স্থিতিস্থাপক জোরদার ও জলবায়ু সংক্রান্ত অভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের অভিন্ন উদ্দেশ্যে সামিল হওয়ার অঙ্গীকার করেছে। এটি বহুপক্ষবাদের এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী সাফল্য।'

জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কাঠামো কনভেনশনের (ইউএনএফসিসিসি) নির্বাহী সচিব ক্রিস্টিয়ানা ফিগিউরিস বলেছেন, 'একটি ধরিত্রী, তাকে সঠিকভাবে পাওয়ার সুযোগও একটি, আর প্যারিসে আমরা তাই করেছি। আমরা সবাই মিলে ইতিহাস সৃষ্টি করেছি। এটি এক দৃঢ় প্রত্যয়ের চুক্তি। এটি সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্তদের সঙ্গে সংহতির চুক্তি। এটি দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্পের চুক্তি। কারণ এই চুক্তিকে আমাদের নিরাপদ প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তিতে পরিণত করতে হবে।'

তিনি বলেন, 'আমি নিশ্চিত যে, পরবর্তী প্রজন্ম ২০১৫ সালের ১২ ডিসেম্বরকে সেইদিন হিসেবে চিহ্নিত করবে, যেদিন সহযোগিতা, রূপকল্প, দায়িত্ব, একটি শরিকানামূলক মানবতা ও আমাদের বিশ্বের জন্য ভাবনা কেন্দ্রস্থলে মিলিত হয়েছিল।'

তিনি বলেন, এই স্মরণীয় মুহূর্তে ফরাসি সরকার যে সংকল্পবদ্ধতা কূটনীতি ও প্রচেষ্টা সঞ্চারিত করেছেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে সিওপি-১৭র পর থেকে সরকারগুলো আমাদের শরিকানামূলক আকাঙ্ক্ষাকে যে সমর্থন দিয়েছেন আমি তা স্বীকার করতে চাই।'

কার্যক্রম এগিয়ে নিতে চুক্তির অপরিহার্য বিষয়গুলো

প্যারিস চুক্তি এবং জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনের (সিওপি-২১) ফলাফলে একটি যুগান্তকারী সমাপ্তির জন্য অপরিহার্য হিসেবে চিহ্নিত সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

- লাঘব— তাপমাত্রার লক্ষ্য অর্জনের জন্য দ্রুততার সঙ্গে নির্গমন হ্রাস করা;
- একটি স্বচ্ছতা ব্যবস্থা ও বৈশ্বিক মজুদ প্রতিপাদন— জলবায়ু সংক্রান্ত কার্যক্রমের হিসাবরক্ষণ;
- খাপ খাওয়ানো—জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবিলায় দেশগুলোর সামর্থ্য জোরদার করা;
- ক্ষয়ক্ষতি—জলবায়ুর অভিঘাত থেকে পুনরুদ্ধারের সামর্থ্য জোরদার করা;
- সমর্থন—পরিচ্ছন্ন, স্থিতিস্থাপক ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে দেশগুলোর জন্য অর্থায়নের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা।

আর সে সঙ্গে দেশগুলো একটি দীর্ঘমেয়াদি পন্থা নির্ধারণ করে যথাশিগগির সম্ভব তাদের নির্গমন কমিয়ে আনবে এবং জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত সমস্যা নিরসনে তাদের ভবিষ্যতের বিস্তারিত উদ্দেশ্য সংবলিত জাতীয় জলবায়ু কর্মপরিকল্পনা দাখিল করা অব্যাহত রাখবে।

এটার ভিত্তি সেই নজিরবিহীন প্রচেষ্টার গতিবেগ, যা এ যাবৎ প্রত্যক্ষ করেছে নতুন চুক্তিতে অবদান হিসাবে ১৮৮টি দেশের জলবায়ু কর্মপরিকল্পনা, যা বিশ্বে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের গতি নাটকীয়ভাবে কমিয়ে আনবে।

নতুন চুক্তি এই মূলনীতিও প্রতিষ্ঠিত করছে যে, ভবিষ্যৎ জাতীয় পরিকল্পনা বর্তমানের চেয়ে কোনোভাবেই কম উচ্চাভিলাষী হবে না, যার অর্থ হলো এই ১৮৮টি জলবায়ু কর্মপরিকল্পনা উচ্চতর আকাঙ্ক্ষার একটি দৃঢ় তলদেশ ও ভিত্তি রচনা করবে।

দেশগুলো জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (এনডিসি) নামে অভিহিত হালনাগাদ জলবায়ু পরিকল্পনা প্রতি পাঁচ বছর পরপর পেশ করবে এবং

এভাবে ক্রমান্বয়ে দীর্ঘমেয়াদে তাদের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করবে।

২০২০ সালের পূর্ববর্তী সময়েও জলবায়ু কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া হবে। দেশগুলো লাঘব করার সুযোগের প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত থাকবে এবং খাপ খাওয়ানোর সুযোগের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেবে। এছাড়া, জলবায়ু তহবিলে ২০২০ সাল নাগাদ ১০ হাজার কোটি ডলার সংস্থানের একটি স্পষ্ট পথ পরিকল্পনার সংজ্ঞা নির্ধারণেও তারা কাজ করবে।

চুক্তির ব্যাপক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এই গুরুত্ব তুলে ধরে যে, দেশগুলোর সক্ষমতার ভিন্নতার ভিত্তিতে নমনীয়তার সুযোগ রেখে তাদের বাস্তবায়ন প্রয়াসে সুস্পষ্টতা আনবে।

মিজ ফিগিউরিস বলেছেন, 'ইতোমধ্যেই জলবায়ু কার্যক্রমে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশ্বের হাজার হাজার নগর, অঞ্চল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও নাগরিকের কাছে প্যারিস চুক্তি এই শক্তিশালী সংকেতও দিচ্ছে যে, তাদের স্বল্পমাত্রার কার্বন সংবলিত একটি স্থিতিস্থাপক ভবিষ্যতের রূপকল্প এখন বর্তমান শতাব্দীর মানবজাতির পছন্দ করে নেয়া পথ।'

উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য চুক্তি সমর্থন জোরদার করেছে

প্যারিস চুক্তি উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতি পর্যাপ্ত সমর্থনের দায়িত্ব অবলেখন করেছে এবং সমর্থন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো উল্লেখযোগ্যভাবে জোরদারে একটি বৈশ্বিক লক্ষ্য স্থির করছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর নিজস্ব পরিচ্ছন্ন, জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার ইতোমধ্যেই বিস্তৃত ও উচ্চাভিলাষী প্রচেষ্টার প্রতি উন্নত দেশের আনুপাতিক হারে বর্ধনশীল অর্থায়ন ও অন্যান্য দেশের স্বেচ্ছামূলক অর্থ সহায়তার মাধ্যমে সমর্থন দেয়া হবে।

সরকারগুলো সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, তারা ২০২০ সাল নাগাদ জলবায়ু তহবিলে অর্থায়ন ১০ হাজার কোটি ডলার সংস্থানে একটি স্পষ্ট পরিকল্পনার সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং ২০২৫ সালের আগে ১০ হাজার কোটি ডলারের নিম্নতম সীমা থেকে অর্থায়ন ব্যবস্থার একটি লক্ষ্য স্থির করার জন্যও কাজ করবে।

মিজ মিগিউরিস বলেছেন, 'সিওপির আগে ও তা চলাকালে বিপুলসংখ্যক উৎস থেকে লাঘব ও খাপ খাওয়ানের জন্য আমরা আর্থিক সহায়তার অতুলনীয় ঘোষণা দেখেছি। প্যারিস চুক্তির অধীনে বহুবিধ উৎস থেকে অর্থায়নের ব্যবস্থা স্পষ্টতই এক নতুন পর্যায়ে যাবে, যা সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্তদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

জলাবায়ুর পরিবর্তনজনিত সমস্যা সমাধানে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জলবায়ু-নিরাপদ প্রযুক্তি ও সক্ষমতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাও নতুন চুক্তির আওতায় উল্লেখযোগ্যভাবে জোরদার করা হয়েছে।

প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষর

সিওপি (পক্ষগুলোর সম্মেলন) কর্তৃক প্যারিস চুক্তি গ্রহণের পর তা নিউইয়র্কে জাতিসংঘে জমা দেয়া হবে এবং স্বাক্ষরের উদ্দেশ্যে ২০১৬ সালের ২২ এপ্রিল মা ধরিত্রী দিবসে এক বছরের জন্য উন্মুক্ত করা হবে।

বিশ্বব্যাপী নির্গমনের অন্তত শতকরা ৫৫ ভাগের জন্য দায়ী ৫৫টি দেশের অনুমোদনের দলিল জমা দেয়ার পর চুক্তিটি বলবৎ হবে।

নগর প্রদেশ কোম্পানি ও বিনিয়োগকারী একাট্টা

নগর ও অঞ্চল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সুশীল সমাজের জলবায়ু সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের তরঙ্গমালার প্রেক্ষাপটে আজকের এই যুগান্তকারী চুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছে।

সিওপিতে লিমা থেকে প্যারিস কার্যক্রম এজেন্ডার (এলপিএএ) আওতায় সপ্তাহব্যাপী ঘটনা প্রবাহকালে এসব স্বার্থসংশ্লিষ্টের কার্যক্রমের তরঙ্গ বর্তমান জলবায়ু সংক্রান্ত কার্যব্যবস্থার শক্তিশালী ও অপরিবর্তনীয় ধারাকে সফলভাবে তুলে ধরেছে।

এসব কার্যক্রম অব্যাহত রাখা ও আনুপাতিক হারে বৃদ্ধির আহ্বান সংবলিত উদ্যোগগুলোর বিপুল গুরুত্ব

এরপর পৃষ্ঠা : ৬

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মডেল জাতিসংঘ সম্মেলন (বিআইমুন)

২৪ নভেম্বর, ২০১৫

গত ২১ থেকে ২৪ নভেম্বর ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় জাতিসংঘ যুব ও ছাত্র সমিতি বাংলাদেশ (ইউনিস্যাব) প্যানপ্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে চারদিনব্যাপী বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মডেল জাতিসংঘ সম্মেলনের (বিআইমুন) আয়োজন করে। দেশ এবং দেশের বাইরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত প্রায় ৮০০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিবেশ ও বন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু প্রধান অতিথি এবং মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব শাহরিয়ার আলম ও জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী জনাব রবার্ট ওয়াটকিনস বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। ইউনিস্যাব সভাপতি মোহাম্মদ মামুন মিয়ার সভাপতিত্বে অধিবেশনের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এএইচএম মুস্তফা কামাল, মাননীয় সংসদ সদস্য নাহিম রাজ্জাক, জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) প্রতিনিধি আর্জেন্টিনা পিচিন ও ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনটিতে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে প্রত্যেক প্রতিনিধিকে এক সেট করে জাতিসংঘ বিষয়ক পুস্তিকা প্রদান করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মডেল জাতিসংঘ সম্মেলন (ডানমুন)

২৪ ডিসেম্বর, ২০১৫

গত ২১ থেকে ২৪ ডিসেম্বর ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সহযোগিতায় ঢাকা ইউনিভার্সিটি মডেল ইউনাইটেড ন্যাশনস অ্যাসোসিয়েশন (ডুমুনা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে চারদিনব্যাপী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মডেল জাতিসংঘ (ডানমুন) সম্মেলন ২০১৫ আয়োজন করে। সম্মেলনে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত প্রায় ৪৩০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর আরেফিন সিদ্দিকী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এমপি যথাক্রমে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। অধিবেশনের সমাপনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) ড. নাসরিন আহমেদ, ইউএনডিপি'র সিনিয়র অ্যাডভাইজার মো. আমিনুল ইসলাম এবং ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। অধিবেশনের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডুমুনার বর্তমান সভাপতি ওয়াহিদুজ্জামান সিদ্দিকী। সম্মেলনে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে প্রত্যেক প্রতিনিধিকে এক সেট করে জাতিসংঘ বিষয়ক পুস্তিকা প্রদান করা হয়।

আমাদের স্বাধীনতা-আমাদের অধিকার চিরন্তন : জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র কর্তৃক মানবাধিকার দিবস পালিত

৯ ডিসেম্বর ২০১৫

মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র এবং আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ যৌথভাবে বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে ৯ ডিসেম্বর ২০১৫ একটি সেমিনার, নাটক ও কবিতা পাঠের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে জাতিসংঘ মানবাধিকার উপদেষ্টা মিকা কানেরভাভরি মূল বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন আশা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডালেম চন্দ্র বর্মণ। দেশের প্রখ্যাত কবিদের মধ্যে কবি রুবি রহমান, কবি শিহাব সরকার ও কবি মুহাম্মদ সামাদ মানবাধিকার-বিষয়ক কবিতা পাঠ করেন। এছাড়াও ‘গাহি সাম্যের গান’ মঞ্চনাটকটি দর্শকদের সামনে মঞ্চস্থ হয়। দিবসটি উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব প্রদত্ত বাণী পাঠ করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান। উক্ত অনুষ্ঠানে শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেন এবং তাদের সবাইকে মানবাধিকার বিষয়ক এক সেট করে পুস্তিকা প্রদান করা হয়।

চট্টগ্রাম সামিট মডেল জাতিসংঘ সম্মেলন (সিএসমুন)

২৭ ডিসেম্বর ২০১৫

গত ২৪ থেকে ২৭ ডিসেম্বর ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সহযোগিতায় লাইট হাউস ইম্পেরিয়াম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রামস্থ টেকনো সাইডার ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে চারদিনব্যাপী চট্টগ্রাম সামিট মডেল জাতিসংঘ সম্মেলন (সিএসমুন) ২০১৫-এর আয়োজন করে। বাংলাদেশ এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে আগত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৪০০ জন প্রতিনিধি এতে অংশগ্রহণ করে। পুরো অনুষ্ঠানটি এগারটি আলাদা কমিটিতে বিভক্ত ছিল। হোটেল আগ্রাবাদে অনুষ্ঠিত অধিবেশনের সমাপনী পর্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান, চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. জাহাঙ্গীর আলম ও জাপান দূতাবাসের অনারারি কনসাল জেনারেল মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম। এতে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে প্রত্যেক প্রতিনিধিকে এক সেট করে জাতিসংঘ বিষয়ক পুস্তিকা প্রদান করা হয়।

পৃষ্ঠা : ৩-এর পর

সিওপি-২১ভুক্ত দেশগুলো স্বীকার করেছে। যে নাজকায় (NAZCA) জাতিসংঘের এ সম্মেলনের আয়োজন, তার ফটকে প্যারিস চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়নের অপরিহার্য অংশ হিসেবে এসব উদ্যোগ প্রবেশ করেছে।

এলপিএএ এবং নাজকা জলবায়ু সংক্রান্ত যেসব কার্যক্রম ও অঙ্গীকার ইতোমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করেছে তার মধ্যে রয়েছে :

- ১০০টির বেশি দেশের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্তসহ ৭ হাজারের বেশি নগর, যেগুলোর সম্মিলিত জনসংখ্যা ১২৫ কোটি এবং জিডিপি বৈশ্বিক হিস্যার প্রায় ৩২ শতাংশ।
- বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশ ভূখণ্ড জুড়ে উপ-জাতীয় রাষ্ট্র ও অঞ্চল, যেগুলোর সম্মিলিত জিডিপি ১২.৫ ট্রিলিয়ন ডলার।
- বিশ্বের ৯০টির বেশি দেশের ৫০০০-এর বেশি কোম্পানি, যেগুলোর সম্মিলিত পুঁজি বিশ্ববাজারে বিনিয়োগের সিংহভাগ এবং রাজস্বের অঙ্ক ৩৮ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি।
  প্রায় ৫০০ বিনিয়োগকারী যাদের ব্যবস্থাপনায় রয়েছে ২৫ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি সম্পদ।

ক্রিস্টিয়ানা ফিগিউরিস বলেছেন : 'ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগকারী, নগর ও অঞ্চলগুলো কর্তৃক কার্যক্রমের স্বীকৃতি সিওপি-২১-এর অন্যতম প্রধান প্রাপ্তি। এলপিএএসহ কার্যক্রমের তরঙ্গমালা থেকে দেখা যায় যে, বিশ্ব এক যথার্থ স্থিতিশীল ও স্বল্পমাত্রার কার্বন নির্গমন বিশ্বের অনিবার্য পথে রয়েছে।'

প্যারিস চুক্তির আরো বিস্তারিত দিক

- সকল দেশ খাপ খাওয়ানোর যোগাযোগ বার্তা জমা দেবে, যাতে তারা তাদের খাপ খাওয়ানোর অগ্রাধিকারে, সহায়তার প্রয়োজন ও পরিকল্পনা বিশদভাবে তুলে ধরতে পারে। উন্নয়নশীল দেশগুলো খাপ খাওয়ানো কার্যক্রমের জন্য বর্ধিত সহায়তা পাবে এবং এই সহায়তার পর্যাপ্ততা নিরূপণ করা হবে।
- ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত বিদ্যমান ওয়ারশ আন্তর্জাতিক কার্যসাধন পদ্ধতি উল্লেখযোগ্যভাবে জোরদার করা হবে।
- চুক্তিতে কার্যক্রম ও সহায়তা উভয়ের জন্যই একটি শক্তিশালী স্বচ্ছতা কাঠামো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই কাঠামো দেশগুলোর খাপ খাওয়ানো ও লাঘব কার্যক্রম এবং সহায়তা ব্যবস্থা সম্পর্কে স্পষ্টতার ব্যবস্থা করবে। একই সঙ্গে স্বীকার করা হয়েছে যে, স্বল্পোন্নত দেশ ও ক্ষুদ্র দ্বীপ উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিশেষ পরিস্থিতি রয়েছে।
- চুক্তির লক্ষ্যগুলোর সম্মিলিত অগ্রগতি নিরূপণের জন্য ২০২৩ সাল থেকে একটি বৈশ্বিক মজুদ প্রতিপাদন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রতি পাঁচ বছর পরপর মজুদ প্রতিপাদন করা হবে।
- চুক্তিতে একটি কার্যসাধন পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা শাস্তিহীন ব্যবস্থায় তত্ত্বাবধান করবে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি।

সিওপি বেশ কয়েকটি কারিগরি বিষয়ের কাছাকাছিও চলে এসেছে

- কিওটো প্রটোকলে এখন একগুচ্ছ স্পষ্ট বিধিবিধানের আওতায় দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতির মেয়াদে ঋণের জের টানার জন্য একটি পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি রয়েছে।
- ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক নিরূপণ ও পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ার (আইএআর) যে প্রথম দফা শুরু হয়েছিল তা সফলভাবে শেষ হয়েছে।
- জলবায়ুর ক্ষেত্রে ক্ষমতায়ন ও সক্ষমতা গড়ে তোলার প্রযুক্তি, খাপ খাওয়ানো ও কার্যক্রম সংক্রান্ত বিদ্যমান ব্যবস্থার বেশ কয়েকটি কারিগরি ও নিরূপণ বিষয়ও সফলভাবে শেষ হয়েছে।

ইউএনএফসিসিসি প্রসঙ্গে

১৯৬ সদস্যবিশিষ্ট জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কাঠামো কনভেনশনের (ইউএনএফসিসিসি) সদস্যসংখ্যা প্রায় বিশ্বজনীন এবং যা ১৯৯৭ সালের কিওটো প্রটোকলের নিয়ন্ত্রক চুক্তি। ইউএনএফসিসিসির ১৯২টি পক্ষ কিওটো প্রটোকল অনুমোদন করেছে। কিওটো প্রটোকলের প্রথম প্রতিশ্রুতির মেয়াদে অত্যধিক শিল্পোন্নত ও বাজার অর্থনীতিতে উত্তরণশীল দেশগুলো মিলিয়ে ৩৭টি রাষ্ট্রের আইনগত বাধ্যবাধকতাপূর্ণ নির্গমন সীমাবদ্ধতা ও হ্রাসের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কিওটো প্রটোকলের পক্ষগুলোর বৈঠকের দায়িত্ব হিসেবে ২০১২ সালে দোহায় পক্ষগুলোর সম্মেলন কিওটো প্রটোকলের একটি সংশোধনী গ্রহণ করে, যা প্রটোকলের আওতায় দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতির মেয়াদ নির্ধারণ করে। উভয় চুক্তিরই চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস জড়ো হওয়ার এমন একটা সীমার মধ্যে স্থিতিশীল করা, যা জলবায়ু ব্যবস্থায় বিপজ্জনক মানব হস্তক্ষেপ রোধ করবে।

হালুয়াঘাটে জাতিসংঘের ৭০তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন

এসডিজি এবং জাতিসংঘ আপনার বিশ্ব

২৪ অক্টোবর ২০১৫

গত ৪ ডিসেম্বর ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও হোপ মাল্টিমিডিয়ার যৌথ উদ্যোগে জাতিসংঘের ৭০বছর পূর্তি উপলক্ষে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান অনুষ্ঠানে "এস.ডি.জি. এবং জাতিসংঘ আপনার ভুবন" শিরোণামে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সমাজ সেবক ও টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব দিলারা জামান অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি এবং হালুয়াঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আবদুল আউয়াল বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন হোপ মাল্টিমিডিয়ার নির্বাহী পরিচালক সন্তু সাহা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের মমতাজ বেগম। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং মিডিয়া প্রতিনিধিগণ এতে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ৫ ডিসেম্বর হালুয়াঘাট মডেল মহিলা মহাবিদ্যালয়ে জাতিসংঘ বিষয়ক একটি কুইজ প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব আলী আজগার। অনুষ্ঠানে ১২০ জন অংশগ্রহণকারীদের মাঝে জাতিসংঘ বিষয়ক পুস্তিকা প্রদান করা হয়।

জাতিসংঘ মহাসচিবের উন্নয়ন অর্থায়ন বিষয়ক বিশেষ উপদেষ্টা রানী ম্যাক্সিমার বাংলাদেশ সফরকালীন সংবাদ সম্মেলন

১৮ নভেম্বর ২০১৫

বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে গত ১৬ থেকে ১৮ নভেম্বর ২০১৫ জাতিসংঘ মহাসচিবের উন্নয়ন অর্থায়ন বিষয়ক বিশেষ উপদেষ্টা নেদারল্যান্ডসের রানী ম্যাক্সিমা বাংলাদেশ সফর করেন। সফরের সমাপ্তি দিনে গত ১৮ নভেম্বর ২০১৫ ঢাকাস্থ সোনারগাঁও হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী রবার্ট ওয়াটকিন্স সংবাদ সম্মেলনটি পরিচালনা করেন। এ সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন গণমাধ্যমের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকবৃন্দ সংবাদ সম্মেলনটিতে অংশগ্রহণ করেন। জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ উপদেষ্টা এ সময় বাংলাদেশ সফরকালীন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এবং প্রশ্ন-উত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন। নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের সঙ্গে যৌথভাবে এই সংবাদ সম্মেলনটির আয়োজন করে জাতিসংঘ বাংলাদেশ ও ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র।

জাতিসংঘের লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক : জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র এবং ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি (আইইউবি) কর্তৃক কর্মশালার আয়োজন

২৬ নভেম্বর ২০১৫

জাতিসংঘ লাইব্রেরি নেটওয়ার্কের ব্যানারে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ঢাকা এবং ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (আইইউবি) যৌথভাবে আইইউবি মিলনায়তনে ২৬ নভেম্বর ২০১৫ দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা '(SDG) এবং COP21' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইউএনডিপি বাংলাদেশ-এর সিনিয়র উপদেষ্টা (টেকসই উন্নয়ন) এম আমিনুল ইসলাম। 'লাইব্রেরি এবং তথ্যসেবায় আইসিটির প্রভাব' শীর্ষক অপর একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইইউবি কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের প্রধান ড. মেহেদি হাসান। আইইউবি-এর পক্ষে কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন আইইউবি প্রকৌশল ও কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের ডিন অধ্যাপক ড. শাহরিয়ার খান। কর্মশালাটি সঞ্চালন করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান। "SDG এবং Research4Life" বিষয়ে আরেকটি বক্তব্য উপস্থাপন করেন ড. এম নাজিম উদ্দিন, সিনিয়র ম্যানেজার ও হেড, আইসিডিডিআরবি লাইব্রেরি। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন আইইউবি গ্রন্থাগারিক হোচ্ছাম হায়দার চৌধুরী। সরকারি-বেসরকারি, এনজিও, একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে চল্লিশজনেরও বেশি লাইব্রেরি এবং তথ্য পেশাজীবিগণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ তথ্য ও গ্রন্থাগার সেবায় জাতিসংঘের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ করেন।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : এম. মনিরুজ্জামান, ফোন : ৯১৮ ৩০৮৬, ফ্যাক্স : ৯১৮৩১০৬ ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor: M. Moniruzzaman, Phone: 9183086 Fax: 9183106 e-mail: info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org